প্রথম আলো 44

তারিখ ...2.../...10.../2000

পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...2...

স্কুল কলেজ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রয়েছে ৫১টি। যেমন, পুরানা পল্টন গার্লস কলেজ থেকে ২৬ জন পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে ২৪ জন, আরামবাগ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ১৪ জন পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে ১৩ জন। বাসাবো উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় থেকে একজন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ফেল করেছে।

৩ হাজার ৪৮টি মাদ্রাসা থেকে এবার শিক্ষার্থীরা দাখিল পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ২ হাজার ১৮৫টি মাদ্রাসার পক্ষে মাত্র এক থেকে ১০ জন করে পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। এক থেকে ১০ জনের সবাই ফেল করেছে এমন মাদ্রাসা রয়েছে ১৫২টি। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ রকম মাদ্রাসার কয়েকটি—চাঁদপুরের দেশগাঁও দাখিল মাদ্রাসা থেকে একজন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ফেল করেছে, নরসিংদীর আহমদিয়া দাখিল মাদ্রাসার সাতজন পরীক্ষার্থীর সবাই ফেল করেছে, বগুড়ার সোনাতলা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রসার সাতজন পরীক্ষার্থীর সবাই ফেল করেছে ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশনের প্রথম শর্তই হচ্ছে ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা। স্কুলের জন্য (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী) ১৫০ জন, কলেজের (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী) জন্য ২০০ জন এবং দাখিল স্তরের মাদ্রাসার জন্য ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী না থাকলে সে প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। এছাড়া মোট ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা ৭৫ ভাগের পরীক্ষায় অংশ নেওয়া এবং এর ৫০ ভাগ পাস করা বাধ্যতামূলক।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, বিভিন্ন সরকারের সময়ে অনেকটা রাজনৈতিক আনুকূল্য ও উদ্দেশ্যে এসব স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই বিধিবিধান না মেনে পরিচালনার সুযোগ পেয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালী মহলের তদবির কিংবা চাপে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এসব প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনার সুযোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। এমন অভিযোগও রয়েছে যে একধরনের ব্যবসায়িক লক্ষ্য নিয়েও অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শর্ত রাখতে ব্যর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রত্যাহারসহ সরকারি অনুদান বন্ধ করার একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর করা যায়নি। গতবছর ২৫১টি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ওই রকম ব্যবস্থা নেওয়া হলেও ইতিমধ্যে ১২৩টি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনের অংশ দিতে হয়েছে। এজন্য একাধিক মন্ত্রী পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ডিও লেটার দিয়েছেন। একজন মন্ত্রীর দেওয়া ডিও লেটারে এমনও বলা হয়েছে যে, ওই মন্ত্রী নিজেই সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাটি পরিদর্শন করেছেন। ছাত্র সংখ্যা ৪০০ উল্লেখ করা হলেও এবার সেই মাদ্রাসা থেকে ১০ ছাত্র পরীক্ষা দিয়ে সবাই ফেল করেছে! অনেকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সুপারিশ পর্যন্ত জোগাড় করেছেন। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, যে প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিমধ্যে শর্ত পূরণে সক্ষম হয়েছে সেগুলোর বেতন-ভাতা কেবল ছাড়া হচ্ছে।

গত ২৫ জুলাই শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বোর্ড চেয়ারম্যানদের এক সভায় এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শনাক্ত করে স্বীকৃতি প্রত্যাহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

এ ব্যাপারে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. এ টি এম শরিফুল্লাহর কছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছে শিগগির শো-কজ নোটিশ পাঠানো হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী না থাকা এবং পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হওয়ার কারণ জানতে চেয়ে এ নোটিশ দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জবাব পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, সরকারি তথ্য অনুসারে এখন দেশে অনুমোদিত বেসরকারি স্কুল ১৩ হাজার ৮১৭টি, কলেজ ১ হাজার ৩৮১টি ও মাদ্রাসা ৬ হাজার ৩২৯টি।